যুগান্তর

8 FEB 2017
20 C

২৭৭ কোটি মানুষকে সাক্ষর করার অঙ্গীকার

যুগান্তর রিপোর্ট

বিশ্বের ২৭৭ কোটি নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার শেষ হয়েছে ই-নাইন সম্মেলন। এতে টেকসই উন্নয়নের জন্য সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসার পাশাপাশি লেখাপড়ায় ধরে রাখা, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রসারের বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করতে একমত হয়েছেন নয়টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

শেষ হল ই-নাইন ফোরামের সম্মেলন

শেষদিন দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে আসেন শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা বিশ্বের নয় জাতির ফোরাম ই-নাইনের নতুন চেয়ারপারসন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, বিশ্বের ৭৪৮ কোটি মানুষের মধ্যে ৫৩ শতাংশ বা ৩৯৬ কোটি এসব দেশে বাস করে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ বা ২৭৭ কোটিই নিরক্ষর। তাই এসব দেশকে শিক্ষায় এগিয়ে নিতে পারলে জগতের পাশাপাশি মানবজাতি অর্ধেক এগিয়ে যাবে। এ লক্ষ্যেই এই সম্মেলনে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সবার সঙ্গে আলাদা বৈঠকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। এসব দেশের নতুন

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

২৭৭ কোটি মানুষকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রজন্মকে দক্ষ, ন্যায়নীতিসম্পন্ন, কর্মক্ষম এবং ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আনুষ্ঠানিক মানসম্মত শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা প্রয়োজন। এ নিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলো কাজ করবে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সম্মেলনে আমরা 'ঢাকা ঘোষণা' গ্রহণ করেছি। এটা গতানুগতিক ঘোষণাপত্র নয়। এতে সুনির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যতের করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজির যে লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ব সামনে এগোচ্ছে তা বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান ও গ্রুপের 'টার্মস অব রেফারেন্স' নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, লক্ষ্য অর্জনে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ভবিষ্যতে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। অনলাইনসহ বিভিন্ন বড় সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সাক্ষাত হয়। সময় বের করে সেখানেও এসব নিয়ে আলোচনা হবে। কাজের তদারকি থাকবে। ই-নাইন যাতে কার্যকর ফোরাম হিসেবে থাকে, সেজন্য অভিজ্ঞতা বিনিময়, নিয়মিত যোগাযোগ, কাজে সহযোগিতা— এক কথায় সবার ভালো অভিজ্ঞতা একত্রিত করে তা বিনিময় করা হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে ই-নাইন চেয়ারম্যান বলেন, এর আগের ১০টি সম্মেলনের ঘোষণা আমরা পর্যালোচনায় যাইনি। আমরা সামনের দিকে তাকিয়ে কর্মপন্থা নিয়েছি। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এসডিজির প্রেক্ষাপটে কোরিয়ার ইনচন ঘোষণায় প্রত্যেক দেশকে জিডিপির ৪ থেকে ৬ শতাংশ বা জাতীয় বাজেটের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বরাদ্দের কথা আছে। আমাদের সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজেদের এ নির্দেশনার প্রতি নজর রাখবে। ঘোষণার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সদস্য দেশ তাদের বাজেটের ওপর নির্ভর করবে। তবে এর বাইরেও বিভিন্ন সংস্থা থেকে সহযোগিতা নেয়ার চেষ্টা করা হবে। জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কোর উপস্থিতিতে নয়টি দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের এ সম্মেলন রোববার ঢাকায় শুরু হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের উদ্দেশে আয়োজিত এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ও নয়টি দেশের মধ্যে সাতটির মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এতে যোগ দেন। এবারের সম্মেলনে বাংলাদেশ আগামী দু'বছরের জন্য চেয়ারম্যানশিপ পেয়েছে।